সংবাদ

তারিখ 19 FEB 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

বরিশালে

খালাস পেয়েই অধ্যাপককে পেটাল ছাত্রলীগ

জেলা বার্তা পরিবেশক, বরিশাল

বিএম কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর শঙ্কর লাল দত্তকে মারধরের মামলায় অভিযুক্ত ৪ ছাত্রলীগ কর্মী বুধবার সকালে আদালত থেকে খালাস পেয়েছে। বিকেলে অন্য এক ছাত্রলীগ নেতা সরকারি বরিশাল কলেজে এক অধ্যাপককে বেদম পিটিয়ে আহত করেছে। সম্মান প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় এক ছাত্রলীগ কর্মীকে বই দেখে লিখতে বাধা দেয়ায় অধ্যাপক কাজী নজরুল ইসলাম হামলার শিকার হন।

২০১৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি বেলা ১২টায় বিএম কলেজ সংলগ্ন একটি পেট্রল পাম্পের সামনে ছাত্রলীগ কর্মীরা বিএম কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ পাওয়া প্রফেসর শঙ্কর লাল দত্তকে বেদম মারধর করে। তিনি ছাত্রলীগের বাধা উপেক্ষা করে কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করতে গেলে পথে হামলার শিকার হন। শঙ্কর লাল দত্ত কলেজে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করতে আসবেন এ খবর

পেটাল : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

পেটাল : ছাত্রলীগ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

আগেই জানা ছিল ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের। তাই সদ্য বদলি হওয়া অধ্যক্ষ ড. ননী গোপাল দাসের (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) পক্ষে বিএম কলেজের বিতর্কিত ছাত্র কর্ম পরিষদের ভিপি মইন তুষারের নেতৃত্বে সকাল থেকে সড়ক অবরোধ করে লাঠিসোটা নিয়ে অপেক্ষা করছিল হামলাকারীরা। তখন দেশজুড়ে আলোচিত হয় এই ঘটনাটি। অভিযুক্ত ৪ ছাত্রলীগ কর্মী নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে বুধবার সকালে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত থেকে বেকসুর খালাস পান।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, অধ্যক্ষ শঙ্কর লাল দত্তের ওপর হামলায় চার্জশিটভুক্ত ৪ ছাত্রলীগ কর্মী নিয়াজ মোর্শেদ সোহাগ ওরফে পাসপোর্ট সোহাগ, মো. সোহেল, মিরাজ ও জহিরুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তারা খালাস পান। অধ্যক্ষ শঙ্কর লাল দত্তসহ অন্য সাক্ষীরা প্রাণভয়ে বা ভবিষ্যতের ঝামেলা এড়াতে হামলাকারীদের চিনতে পারেননি বলে আদালতে সাক্ষ্য দেয়ায় অভিযুক্তদের খালাস দেয়া হয়।

মামলার বাদী কোতোয়ালি থানার উপ পরিদর্শক আবু তাহের জানান, হামলার শিকার অধ্যক্ষ ও হামলাকারীদের মধ্যে সমঝোতা হওয়ায় অধ্যক্ষ শঙ্কর লাল দত্তসহ অন্যরা অভিযুক্তদের পক্ষে সাক্ষী দেন। হামলার পর অধ্যক্ষ থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছিলেন। পরে তিনি (আবু তাহের) উল্লেখিত ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন এবং তদন্ত করে ৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ শংকর লাল দত্ত জানান, তিনি হামলাকারীদের চিনেননি। তাই মামলা না করে সাধারণ ডায়েরি করেছিলেন।

এদিকে সরকারি বরিশাল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর অলিউল ইসলাম জানান, বুধবার বিকেলে সম্মান প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় ৩১০ নম্বর কক্ষে পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করছিলেন উজিরপুর উপজেলার শহীদ স্মরণিকা কলেজের অধ্যাপক কাজী নজরুল ইসলাম। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ১৫ মিনিট আগে বিকাল পৌনে ৫টায় এক পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে বই উদ্ধার করে তার উত্তরপত্র নিয়ে যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার উত্তরপত্র ফেরত দেন। এ খবর পেয়ে কয়েকজন সহযোগী সহ কলেজে ছুটে যান কলেজ শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি আল-মামুন। তিনি পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র টেনে নেবার জন্য শিক্ষক কাজী নজরুল ইসলামকে জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে তাকে কিল, ঘুষি, লাথি মারতে থাকেন। তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে অন্য শিক্ষকরাও লাঞ্ছিত হন। এতে সব শিক্ষকরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। সন্ধ্যা ৬টায় কলেজ স্টাফ কাউন্সিলের জরুরি সভা করে আল-মামুনের ছাত্রত্ব বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়া একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়েছে। কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আল-মামুন শিক্ষককে মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, বহিরাগতরা কাজী নজরুল ইসলামকে মারধর করেছে। তিনি ঘটনার সময় কলেজে ছিলেন না। মহানগর ছাত্রলীগের সভাপতি জসিমউদ্দিন জানান, কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আল-মামুনের বিরুদ্ধে শিক্ষকরা অভিযোগ করায় বরিশাল কলেজে ছাত্রলীগের কার্যক্রম বুধবার রাতে স্থগিত করা হয়েছে। এছাড়া তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থাও নেয়া হচ্ছে।